"ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২২ " খসড়া

বিল নং, ... ২০২২

সুষম খাদ্য হিসাবে দুধ এবং দুগ্ধজাতীয় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারজাতকরণ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠাকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু সুষম পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য হিসাবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণে দুধ এবং দুগ্ধজাতীয় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;

যেহেতু দুধ এবং দুগ্ধজাতীয় পণ্য উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট বিকাশমান খামার ও শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন করা প্রয়োজন; যেহেতু নিরাপদ খাদ্য হিসাবে উৎপাদিত দুধ ও দুগ্ধজাতীয় পণ্যের মান নির্ধারণ ও প্রয়োগ এবং সরবরাহ নিশ্চিত রাখা প্রয়োজন;

সেইহেতু এদ্বারা বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (ক) এই আইন বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(১) সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞার্থ**।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(১) 'কর্মচারী' অর্থ বোর্ডের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(২) 'কো-চেয়ারম্যান' অর্থ ধারা ৮-এর অধীন নিযুক্ত পরিচালনা পর্ষদের কো-চেয়ারম্যান;

(৩)'নিরাপদ খাদ্য' অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর ২(১৭) ধারায় উল্লিখিত 'নিরাপদ খাদ্য';

(৪) 'চেয়ারম্যান' অর্থ ধারা ৬-এর অধীন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান;

(৫)'ডেইরি' অর্থ গবাদিপশু অর্থাৎ গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া হইতে আহরিত দুধ এবং দুধ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তৈরি দুগ্ধজাত পণ্য, যাহা নিরাপদ খাদ্য হইবে এবং ইহার উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকে বুঝাইবে;

(৬) 'দুগ্ধ বা দুধ' অর্থ গবাদিপশু হইতে আহরিত দুধ;

(৭) 'দুগ্ধজাত পণ্য' অর্থ সম্পূর্ণ বা আংশিক দুধ দ্বারা প্রস্তুতকৃত বা প্রক্রিয়াজাত নিরাপদ খাদ্য যাহা বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

মোঃ হামিদুর রহমান
যুগ্মসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(৮) 'নির্বাহী পরিচালক' অর্থ ধারা ১১-এর অধীন নিযুক্ত বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক;

(৯) 'নির্ধারিত' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(১০) 'পরিচালক' অর্থ বোর্ডের পরিচালক;

(১১) 'পরিচালনা পর্ষদ' অর্থ ধারা ৭-এর অধীন গঠিত বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ;

(১২) 'প্রবিধানমালা' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধানমালা;

(১৩) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৪) 'ব্যক্তি' অর্থ যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, ফার্ম বা অন্য কোনো সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) 'বোর্ড' অর্থ ধারা ৪-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড;

(১৬) 'ভাইস-চেয়ারম্যান' অর্থ ধারা ৭-এর অধীন নিযুক্ত পরিচালনা পর্ষদের ভাইস-চেয়ারম্যান;

(১৭) 'সদস্য' অর্থ ধারা ৭-এর অধীন নিযুক্ত পরিচালনা পর্ষদের সদস্য।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না বোর্ড স্থাপন, ব্যবস্থাপনা এবং উহার কার্যাবলি বাস্তবায়ন বিষয়ে বা এই আইনের কোন বিধান কার্যকরকরণে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **বোর্ড গঠন**।-(১) এই আইন প্রবর্তনের পর, সরকার উহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিবে।

(২) বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং বোর্ড ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। **প্রধান কার্যালয় ইত্যাদি**।- (১) বোর্ডের প্রধান কার্যালয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে হইবে।

(২) বোর্ড, প্রয়োজনবোধে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দেশের যেকোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। **পরিচালনা ও প্রশাসন**।- বোর্ডের পরিচালনা ও প্রশাসন পরিচালনা পর্ষদের অধীন ন্যস্ত থাকিবে এবং বোর্ড যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, পরিচালনা পর্ষদও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৭। **পরিচালনা পর্ষদ**।-(১) বোর্ডের একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :

(ক) মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, যিনি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানও হইবেন;

মোঃ হামিদুর রহমান
যুগ্মসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(খ) প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, যদি থাকেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, যিনি পরিচালনা পর্ষদের কো-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন সংসদ-সদস্য;

(ঘ) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, যিনি পরিচালনা পর্ষদের ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(ঙ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (পদাধিকার বলে);

(চ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন যুগ্মসচিব;

(ছ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন যুগ্মসচিব;

(জ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন যুগ্মসচিব;

(ঝ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন যুগ্মসচিব; যুগ্মসচিব

(ঞ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন যুগ্মসচিব;

(ট) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (পদাধিকারবলে);

(ঠ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (পদাধিকারবলে);

(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকার স্বীকৃত যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেইরি বিজ্ঞান বিভাগের ১ (এক) জন অধ্যাপক;

(ঢ) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(ণ) সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত দুগ্ধ সমবায় সমিতির একজন করিয়া মোট দুইজন মনোনীত সদস্য, যাহার মধ্যে একজন মহিলা হইবেন;

(ত) সরকার কর্তৃক মনোনীত গবাদিপশু পালনকারী, বাণিজ্যিকভাবে দুধ উৎপাদনকারী ও দুগ্ধজাত খাদ্যের ব্যবসায়ীগণের মধ্য হইতে সর্বমোট দুইজন প্রতিনিধি যাহার মধ্যে অন্যূন একজন মহিলা প্রতিনিধি থাকিবেন, তবে কোনো গ্রুপ হইতে একাধিক সদস্য মনোনয়ন দেওয়া যাইবে না।

(২) উপধারা (১)-এর দফা (ড), (ণ) এবং (ত) -এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

(৩) উপধারা (১) অনুযায়ী গঠিত বোর্ডের কোনো সদস্য লিখিত স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে চেয়ারম্যান-এর নিকট স্বীয় পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোনো পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

৮। **সদস্যগণের অযোগ্যতা ও অপসারণ**।- (১) কোনো ব্যক্তি পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না বা সদস্য থাকিতে পারিবেন না, যদি তিনি-

(ক) কোনো সময় সরকারি চাকরির জন্য অযোগ্য বা সরকারি চাকরি হইতে বরখাস্ত হন; অথবা

(খ) নৈতিকতা স্খলনজনিত অপরাধে কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন; অথবা

(গ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; অথবা

(ঘ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন; অথবা

মোঃ হামিদুর রহমান
যুগ্মসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঙ) পরিচালনা পর্ষদের অনুমতি ব্যতীত কোনো সদস্য যদি পর পর তিনটি সভায় যোগদানে বিরত থাকেন: তবে শর্ত থাকে যে, পদাধিকারবলে নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্যের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(২) ধারা ৬-এর উপধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও সরকার পরিচালনা পর্ষদের যেকোনো মনোনীত সদস্যকে লিখিত আদেশের মাধ্যমে যেকোনো সময় অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি-

(ক) এই আইনের অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন বা সরকারের বিবেচনায় দায়িত্ব সম্পাদনে অক্ষম হন; অথবা

(খ) সরকারের বিবেচনায় সদস্য হিসাবে তাহার পদের অপব্যবহার করেন; অথবা

(গ) পরিচালনা পর্ষদের লিখিত অনুমতি ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজে বা তাহার জ্ঞাতসারে ব্যবসায়ে কোনো অংশীদারের মাধ্যমে কোনো স্বার্থ বা স্বত্ব অর্জন করিবার জন্য বোর্ডের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন বা উক্তরূপ চুক্তিমূলে বোর্ড হইতে কোনো স্বার্থ বা স্বত্ব অর্জন করিয়াছেন বা অধিকারে রাখিয়াছেন।

৯। **পরিচালনা পর্ষদের সভা**।– (১)এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, পরিচালনা পর্ষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা পর্ষদের সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) প্রতি চার মাসে পরিচালনা পর্ষদের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে স্বল্পতম সময়ের নোটিশে সভা আহ্বান করা যাইবে।

(৪) পরিচালনা পর্ষদের সভায় কোরাম গঠনের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতুবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) চেয়ারম্যান বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে কো-চেয়ারম্যান এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৬) পরিচালনা পর্ষদের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে প্রদত্ত ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) শুধু কোনো সদস্যপদের শূন্যতা বা পরিচালনা পর্ষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিচালনা পর্ষদের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো আদালতে বা অন্য কোথাও কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। **বোর্ডের কার্যাবলি**।- বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যাবলি নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(১) ব্যক্তি পর্যায়ে ও বাণিজ্যিকভাবে ডেইরি খামার স্থাপন, উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ খাদ্য হিসাবে দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন;

(২) দুগ্ধ উৎপাদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, দুগ্ধজাত পণ্য প্রস্তুতকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপনে নিবন্ধন প্রদান ও পরিদর্শন;

মোঃ হামিদুর রহমান
যুগ্মসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(৩) ডেইরি সংক্রান্ত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সুপারিশ;

(৪) ডেইরি স্বাস্থ্য, দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণে প্রণোদনা প্রদান ও প্রচারণা;

(৫) দুগ্ধ খামার বা দুগ্ধ শিল্পাঞ্চল সৃষ্টিতে উদ্যোগ গ্রহণ এবং দুধ উৎপাদন উদ্যোক্তা সৃষ্টি;

(৬) ব্যক্তি বা সমবায় পর্যায়ে দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে সেবা ফি গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ প্রদান ও আদায় এবং এই বিষয়ে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগে সহায়তা প্রদান;

(৭) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টি, অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা;

(৮) দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের মান যাঁচাইয়ের জন্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা এবং মানের ব্যত্যয় ঘটিলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ লওয়া;

(৯) সরকারস্বীকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তির মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকারী উদ্যোক্তাদের পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১০) নিরাপদ খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য শিশু ও অন্য যেকোনো মানুষের জন্য শ্রেণিভিত্তিক দুধের মান নির্ধারণ;

(১১) দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের উপর বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ, গ্রন্থনা, সরকারকে প্রতিবেদন আকারে প্রদান এবং বোর্ডের অনুমোদনসাপেক্ষে অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে প্রদান;

(১২) দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, পরিচালনা ও বাস্তবায়ন;

(১৩) উপরি-উক্ত কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যেরূপ প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক হয় সেইরূপ আনুষঙ্গিক বা সহায়ক সকল বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৪) ডেইরি বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কাজে সহায়তা প্রদান; এবং

(১৫) সরকার কর্তৃক আরোপিত ডেইরি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্য যেকোনো দায়িত্ব পালন।

১১। **বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক**।- (১) বোর্ডের একজন নির্বাহী পরিচালক থাকিবেন, যিনি সরকারের যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারী হইবেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে নিযুক্ত হইবেন।

(২) নির্বাহী পরিচালক বোর্ডের একজন সার্বক্ষণিক কর্মচারী হইবেন এবং তিনি প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) নির্বাহী পরিচালক পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক, সময়ে সময়ে তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্বসহ নির্ধারিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন ।

(৪) নির্বাহী পরিচালকের পদ শূন্য হইলে, কিংবা অসুস্থতা বা অন্য যেকোনো কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্যপদে নবনিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত, কিংবা নির্বাহী পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, সরকার, নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে তদবিবেচনায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১২। **নিবন্ধন, ফি ইত্যাদি**।- (১) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফি প্রদান-সাপেক্ষে ও পদ্ধতিতে দুগ্ধ উৎপাদনকারী ব্যক্তি, খামার বা প্রতিষ্ঠান, দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, বিপণন, ইহার

মোঃ হামিদুর রহমান
যুগ্মসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সকল বা কোনো একটি পণ্য বা কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত না হইলে বোর্ড প্রদত্ত বা স্থাপিত স্থাপনায় কোনো সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না।

(২) বিধি জারি হইবার পূর্ব পর্যন্ত সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিবন্ধনের পদ্ধতি ও নিবন্ধন ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৩। **দুধ বা দুগ্ধ জাতীয় খাদ্যের মান বিষয়ক অনাপত্তি সনদ প্রদান**।– (১) বোর্ড দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের মান নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষাপূর্বক মান সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে, বোর্ড নির্ধারিত ফি গ্রহণের মাধ্যমে অনাপত্তি সনদ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড (১) উপধারার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রবিধানমালা দ্বারা মান নির্ধারণ ও প্রয়োগ এবং অনাপত্তি সনদ প্রদানের শর্ত ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(৩) সনদ প্রাপ্তির পর, বোর্ড স্ব-উদ্যোগে বা অভিযোগের ভিত্তিতে, উৎপাদনস্থল, মজুদাগার, প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ও বাজার হইতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিদর্শন ও দুধ বা দুগ্ধজাত খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবে এবং পরীক্ষাপূর্বক নির্দিষ্টকৃত মানের ব্যত্যয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবে এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৪। **বোর্ডের তহবিল ইত্যাদি**।- (১) বোর্ডের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোনো বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) বোর্ডের সম্পত্তি বিনিয়োগ হইতে আহরিত আয়;

(ঘ) এই আইনবলে সংগৃহীত ফি;

(ঙ) বোর্ডের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ বা লিজ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ; এবং

(চ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(২) বোর্ডের তহবিল হইতে বোর্ডের প্রয়োজনীয় সকল ব্যয় বলবৎ এতৎসংক্রান্ত আইন ও বিধি দ্বারা নির্বাহ করিতে পারিবে;

(৩) পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোনো তপশিল ব্যাংকে তহবিলের অর্থ জমা রাখা যাইবে;

(৪) তহবিলের অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে; এবং

(৫) বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক এবং পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)- এর যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের হিসাব পরিচালিত হইবে।

মোঃ হামিদুর রহমান
যুগ্মসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫। **বাজেট**।- বোর্ড প্রতিবৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে বোর্ডের নিজস্ব সম্ভাব্য আয় ও সরকারের নিকট হইতে কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৬। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা**।- (১) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে বোর্ড অর্থ ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাবনিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাবনিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতিবৎসর বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপধারা (২) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাবনিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বোর্ডের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং বোর্ডের যেকোনো সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপধারা (২)-এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও বোর্ড কর্তৃক প্রত্যেক বৎসরে একবার The Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O.No. 2 of 1973) এর Article 2(1) (b) এর সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা বোর্ডের হিসাব পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হইবে।

(৫) প্রত্যেক অর্থবৎসর সমাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদিত হইতে হইবে।

১৭। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।- (১) বোর্ড প্রতি অর্থ বৎসরে নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীসহ উহার সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণসংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী অর্থবৎসরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনে নির্বাহী পরিচালকের নিকট হইতে যেকোনো সময় উহার যে কোনো বিষয়ের উপর বিবরণী, রিটার্ন ও প্রতিবেদন আহ্বান করিতে পারিবে এবং নির্বাহী পরিচালক উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৮। **কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি**।- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বোর্ড উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একজন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), যিনি বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলি প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৯। **ক্ষমতা অর্পণ**।- পরিচালনা পর্ষদ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন উহার কোনো ক্ষমতা, সুনির্দিষ্ট শর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা নির্বাহী পরিচালক বা বোর্ডের পরিচালক বা কোনো কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবে।

মোঃ হামিদুর রহমান
যুগ্মসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০। **প্রশাসনিক আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ইত্যাদি**।- (১) এই আইন বা বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোনো লিখিত আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে, আদেশটি যদি নির্বাহী পরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সরকার বরাবর আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন কোনো আপিল দাখিল করা হইলে, আপিল দাখিলের অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৩) উপধারা (১)-এর অধীন আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২১। **বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা**।-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। **প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ** ।- এই আইন প্রবর্তনের পর, সরকার প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

মোঃ হামিদুর রহমান
যুগ্মসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য আইনের খসড়া
পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত
কমিটির ২৭/১০/২২ তারিখের সভায় সুপারিশকৃত।
২৭.০৫.২০২২
উপসচিব
আইন-ও অধিশাখা
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ও সদস্য-সচিব